কুষ্টিয়ায় ভূমি কর্মকর্তা ও শিক্ষক দম্পতির বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

কুষ্টিয়ায় শিক্ষক দম্পতিসহ ভূমি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে জেলা দুর্নীতি দমন কমিশন।
গত রবি ও সোমবার জ্ঞাত আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তি অর্জন ও দখলে রাখার অভিযোগে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ বিশেষ আদালতে পৃথক ঘটনায় ৩টি মামলা হয়েছে।
মামলা সূত্রে জানা যায়, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জগতির বাড়াদি গ্রামের মৃত বাবর আলী মালিথার ছেলে নজরুল ইসলাম দৌলতপুর উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
তার বিরুদ্ধে ৫৭ লাখ ৫৪ হাজার ১শত ৮৪ টাকার জ্ঞাত আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জন ও দখলে রাখার অভিযোগে মামলা হয়েছে। মামলা নং ৪ তারিখ ২৮/০২/২০১২। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা অনুযায়ী শাস্তি যোগ্য অপরাধ।
অপরদিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার চুয়াডাঙ্গা ফাজিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক ওয়াহিদ মো: রাশেদ আমীন ও তার স্ত্রী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মোছা: রিনা খাতুনের নামে ৭০ লাখ ৮ হাজার ৫শত ৬১ টাকার আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তি অর্জন ও দখলে রাখার অভিযোগে ১মার্চ কুষ্টিয়ায় পৃথক দুটি মামলা হয়েছে। কুষ্টিয়ার দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক নাছরুল্লাহ হোসাইন বাদী হয়ে মামলাগুলো করেছেন। মামলা ৩টি একই ধারায় শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলে জানা গেছে।

কুষ্টিয়ায় করোনা প্রতিরোধে

প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ

কুষ্টিয়ায় দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে হ্যান্ডস্যনিটাইজার, সাবান, হুইলপাউডার ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার সকালে কুষ্টিয়ার জেলা পরিষদের আয়োজনে জেলা পরিষদের হলরুমে এ সব বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব বিতরণ করেন, কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।
২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিতহবিলের অর্থ দ্বারা কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) জনিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে হ্যান্ডস্যনিটাইজার, সাবান, হুইলপাউডার ও মাস্ক বিতরণ করা হয়।
কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন, কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রধাননির্বাহী কর্মকর্তা মুন্সী মোঃ মনিরুজ্জামান, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা।
এ সময় দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে করোনা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সমগ্রহী তুলে দেওয়া হয়।

নির্মাণের ৪০ বছরেও কয়েদীর দেখা পাইনি কুষ্টিয়ার উপ-কারাগার

প্রায় ১২ দশমিক ২ একর জমির উপর আশির দশকে অত্যন্ত সুরম্য প্রাচীর বেষ্টিতে নির্মাণ করা হয় কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় উপ-কারাগারটি। নির্মাণের ৪০ বছরেও নিবাস হিসেবে কোন কয়েদীর দেখা পাইনি কারাগারটি। দীর্ঘদিন কারাগারটি অরক্ষিত অবস্থায় থাকলেও ২০১৮ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে বর্তমানে কারাগারটি নিয়ন্ত্রন করে জেলা সমাজসেবা কার্যালয়। সেখানে সমাজসেবা কার্যালয়ের একজন স্টাফ স্ব-পরিবারে বসবাস করেন। তবে স্থানীয়দের

দাবি কারাগারটি যথাযথ ব্যবহার করা হোক।

সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, উপ-কারাগারটির প্রবেশ পথে দেহরক্ষী থাকার কথা থাকলেও রয়েছে দুইটি ছাগল। মূলফটকে প্রবেশ করতেই বামহাতে চোখে পড়বে মহিলা কয়েদীর ওয়ার্ড।একটু সামনে গেলেই পুরুষ ওয়ার্ডে।

সেখানে কোন কয়েদী না থাকলেও রয়েছে কয়েকটি গরু। পাশেই রয়েছে মুরগী পালনের ছোট একটি কক্ষ। হাঁস, মুরগী, গরু আর ছাগল পালনের খামার হিসেবেই বর্তমানে কারাগারটি ব্যবহার করছে জেলা সমাজসেবা অফিসের একজন নাইট গার্ড। দীর্ঘদিন ধরে রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে দেয়াল থেকে খসে খসে পড়ছে ইট সিমেন্ট। দরজা জানালার কাঠগুলো অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। অফিস স্টাফদের তিন কক্ষ বিশিষ্ট কোয়াটারটি অনেক আগেই দখল করে নিয়েছে স্থানীয়রা।

জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর সুত্রে জানা গেছে, আশির দশকে সারা দেশের ১৭ টি জেলায় ২৩ টি উপ-কারাগার নির্মাণ করেন তৎকালীন দেশের প্রেসিডেন্ট হোসাইন মুহাম্মদ এরশাদ। তন্মেধ্যে একটি হল কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার উপ-কারাগারটি। কারাগারটি বর্তমানে কুষ্টিয়া রাজবাড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কস্থ খোকসা পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। এই উপ কারাগারটিতে রয়েছে একটি প্রবেশ পথ, দুইটি কয়েদী রাখার হলরুম, দুইটি সাক্ষাৎকার কক্ষ, একটি স্টোর রুম, দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি অফিস রুম। তিন কক্ষ বিশিষ্ট একটি কোয়াটার। রয়েছে বেশকয়েকটি টয়লেট।

এবিষয়ে স্থানীয় দিনমজুর মাসুদ শেখ বলেন, কারাগারটি বানানোর সময় আমি লেবারের কাজ করেছিলাম। কিন্তু আজও এটি কাজে লাগেনি।

নাম প্রকাশ না করা শর্তে একজন আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, বহু টাকা ব্যয়ে নির্মিত কারাগারটি দিনে দিনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। খোকসা বাসীর দাবি কারাগারটি চালু করা হোক।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক রোকসানা পারভীন বলেন, উপ-কারাগারটি নানা জটিলতায় আজও চালু হয়নি, তবে প্রতিকীমূল্যে ভূমিমন্ত্রনালয় থেকে সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়ের অধিনে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, সেখানে কিশোর শোধানাগার বা উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলার জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেল সুপার মোহা: তায়েফ উদ্দিন মিয়া বলেন, কিশোর অপরাধ দমনে এই উপ-কারাগারটি কিশোর শোধানাগার বা উন্নয়ন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে সমাজসেবা কার্যালয়ের অধিনে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সদস্যরা মানুষের কল্যাণে সব সময় নিয়োজিত থাকবেন: কুষ্টিয়ার এসপি

কুষ্টিয়ায় নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার (এসপি) মো: খাইরুল আলম বলেছেন, পুলিশ হবে মানবিক। পুলিশ সদস্যরা মানুষের কল্যাণে সব সময় নিয়োজিত থাকবেন। সব সময় আমরা দেশ ও সমাজের জন্য কাজ করে যাব। তাছাড়া কুষ্টিয়া থেকে মাদকদ্রব্য, অপকর্ম, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গি দমনসহ সব ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি দমনে পুলিশ কাজ করবে।
গতকাল মঙ্গলবার (২রা মার্চ) দুপুরে কুষ্টিয়ার গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার খাইরুল আলম এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, পুলিশ জনগণের বন্ধু। কুষ্টিয়ার পুলিশ জনগণের বন্ধু হয়ে কাজ করবে সব সময়। সাধারণ মানুষ যাতে কোনো হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে পুলিশ সদস্যদের কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।
পুলিশ সুপার খাইরুল আলম বলেন, পুলিশের ন্যায় সাংবাদিকদের ভূমিকাও অতুলনীয়। কারণ পুলিশ-সাংবাদিক একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এ সময় তিনি কুষ্টিয়ায় কর্মরত সব সাংবাদিকের সার্বিক সহায়তা কামনা করেন।
কুষ্টিয়া পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অপরাধ) মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কুষ্টিয়া সদর সার্কেল) আতিকুল ইসলাম, কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, কেপিসির সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লবসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী।

বঙ্গবন্ধুর নাম বিকৃতিকারী ইবি অধ্যাপক আলমগীর ট্রেজারার হতে মরিয়া

২০২০ সালের নভেম্বর থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আলমগীর হোসেন ভূইয়া অনুপ্রবেশকারী হিসেবে নানা তথ্য মিডিয়ায় প্রকাশিত হলে এ বিষয়ে কোন প্রতিক্রিয়া জানাতে রাজি হয়নি তিনি।

ফেব্রুয়ারির শুরুতে তৎকালীন ছাত্রনেতা সাদ্দাম হোসেন হলের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আমানুর রহমান স্বাক্ষরিত একটি প্রত্যয়নে আলমগীর হোসেন ছাত্রদল ক্যাডার ছিলেন মর্মে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত প্রদান করলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়।

এক মাস পর অজানা কারনে প্রত্যয়নপত্রের কথা আমানুর রহমান অস্বীকার করলে সে সূত্র ধরে অধ্যাপক আলমগীর প্রতিবাদ লিপি পাঠান।

এরপর প্রকৃত ঘটনা উৎঘাটনের জন্য অনুসন্ধানে তাঁর সম্পর্কে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসে।

ছাত্রজীবনঃ আলমগীর হোসেন ভূইয়া ১৯৮৮-৮৯ সেশনে গাজীপুর ক্যাম্পাসে ভর্তি হয়। সে সময় অর্থনীতি বিভাগে ২৮ জন ছাত্রের মধ্যে ২১ জন ছাত্রলীগে যোগ দেয় কিন্তু ভূইয়া কোনভাবেই রাজী হননি। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র এবং ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাকালীন ইবি শাখার সাধারণ সম্পাদক আফছার আলী বলেন, “ছাত্রলীগের নামটাও আলমগীর সহ্য করতে পারতো না। আমি নিজে তার রুমে চাঁদা তুলতে গিয়েছিলাম। আমাকে সরাসরী বলেছে তোমার “বঙ্গবল্টু”র নাম নিয়ে আর কখনো রুমে আসবা না বলে রুম থেকে বের করে দেন। সে মূলতঃ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসেনের একান্ত বিশ্বস্ত সহচর ছিল।”

শিক্ষকতা জীবন: ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখে অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন আলমগীর হোসেন ভূইয়া। যোগদানের

বেশ পরে বাসদ সমর্থিত প্রভাবশালী শিক্ষক মুঈদ রহমান তাকে শাপলা ফোরামের ফরম পূরণ করালেও কখনই দলীয় কোন কাজে সম্পৃক্ত করতে পারেননি।

এমনকি ১/১১ এ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জেলে থাকা অবস্থায় কোন দলীয় কর্মকান্ডে তাকে দেখা যায়নি। বরং অন্য সাধারণ শিক্ষকের মতো স্বাক্ষর করেই ক্ষান্ত।

২০১৩ সালে সাবেক প্রোভিসি অধ্যাপক কামাল উদ্দীন দূর্নীতির দায়ে অব্যহতি পেলে ক্যাম্পাসে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। তখন অধ্যাপক কামাল উদ্দীন ও ভূঁইয়া উভয় গ্রুপের সাথে গোপন আঁতাতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়। পরবর্তী শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে ইবির ইতিহাসে ন্যাক্কার জনক ঘটনা ঘটে। কার্যকরী কমিটির ৬ জন সদস্যের প্রবল আপত্তির মুখেও ঐ দুজনেই সভাপতি-সেক্রেটারী পদে প্রার্থী হন। যেটি ক্যাম্পাসে তীরস্কার স্বরুপ কামাল উদ্দীন’স মডেল নামে ব্যাপক পরিচিত।

ছাত্র ইউনিয়ন থেকে আসা কামাল উদ্দীন ও বঙ্গবন্ধু বিদ্যেষী ভূঁইয়াকে বঙ্গবন্ধু প্রেমিরা যখন কোনভাবেই মানতে নারাজ, তখন তারা তৎকালীন ব্যাপক সমাদৃত ভিসি অধ্যাপক হারুন-উর-রশিদ আসকারী’র শরণাপন্ন হন। বৈঠকের পর বৈঠক করে ভিসি, প্রোভিসি ও ট্রেজারারের হস্তক্ষেপে তারা নির্বাচিত হন। পরবর্তী শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে কামাল উদ্দীন’স মডেল অনুসরণ করলে ঐ দুজনেই দ্বিমত পোষণ করেন এবং অভিযোগ রয়েছে অনুপ্রবেশকারী আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে জামাতপন্থী প্যানেলে ভোট দিয়ে বঙ্গবন্ধু প্রেমিদের পরাজিত করেন। যা, মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার পায়।

সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে যাচাই করে এই জঘন্য অপরাধী চক্রের মুখোশ উম্মোচন করা প্রয়োজন বলে একাধিক সিমিয়র শিক্ষক দাবী করেন।

ইবি বঙ্গবন্ধু পরিষদ: অধ্যাপক শাহজাহান আলীর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের আহবায়ক কমিটি দিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের যাত্রা শুরু হয় ২০০৫ সালে। পরর্বতীতে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আলাউদ্দীন ও হারুন উর রশিদ আসকারী, অধ্যাপক আলাউদ্দীন ও মাহবুবুর রহমান, অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী ও আইনুল ইসলাম, অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী ও অধ্যাপক রুহুল কেএম সালেহ।

ধারাবাহিকভাবে নির্বাচিত সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে

বঙ্গবন্ধু পরিষদ পরিচালিত হয়। হঠাৎ ২০১৬ সালের ৭ই এপ্রিল কেন্দ্র হতে ডাঃ এস এ মালেক স্বাক্ষরিত আইসিটি বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবুরকে আহবায়ক করে কমিটি আত্মপ্রকাশ করলে ইবি বঙ্গবন্ধু অনির্বাচিত কমিটিকে মেনে না নিয়ে ১৬ ই এপ্রিল অধ্যাপক কাজী আখতার হোসেনের সভাপতিত্বে অধ্যাপক জাকারিয়া ও অধ্যাপক মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করেন। সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয় মীর মোর্শেদুর রহমান।

২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর আবারো অনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি হিসেবে আইসিটি বিভাগের মাহবুবুর রহমান ও মাহবুবুল আরেফিনের কমিটি আত্মপ্রকাশ করলে পাল্টা শিক্ষক ইউনিট নির্বাচনের মাধ্যমে অধ্যাপক রুহুল কে এম সালেহ ও ড. আবু হেনা মোস্তফা জামালকে নির্বাচিত করেন।

প্রতিবেদকের হাতে সকল কমিটি, ভোটার তালিকা, চাঁদা গ্রহনের তালিকা ও সাধারণ সভায় উপস্থিতির স্বাক্ষর সংরক্ষিত আছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে অভিযুক্ত অধ্যাপক আলমগীর হোসেন ভূঁইয়ার নাম কেবলমাত্র ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের তালিকা ছাড়া কোথাও পাওয়া যায়নি।

অনুসন্ধানে বেড়িয়ে এসেছে কেবলমাত্র ইবির ট্রেজারার পদের লোভে দীর্ঘ ২৪ বছর অপেক্ষা করে তিনি বঙ্গবন্ধু পরিষদে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু গুরু অধ্যাপক মুঈদ রহমান আজো যোগদান করেননি।

তৎকালীন প্রভাবশালী ছাত্রনেতা ও কর্মকর্তা ফেডারেশনের বর্তমান মহাসচিব মীর মোর্শেদুর রহমান বলেন, “এখন সময় এসেছে কারা বঙ্গবন্ধু প্রেমি ও কারা সুবিধাভোগী অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করা। কেউ দেশরত্ন শেখ হাসিনার চোখ ফাঁকি দিতে পারবে না বলে আমি মনে করি। তাঁকে ছাত্রজীবন থেকে চিনি। জামাত বিএনপির দোসর ছাড়া কেউ বঙ্গবন্ধুর নাম ব্যাঙ্গ করে ‘বঙ্গবল্টু’ বলতে পারে না?? ছাত্রলীগের নামও তিনি শুনতে পারতেন না।

অনেক সিনিয়র শিক্ষকের সাথে কথা বললে তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ১/১১ আমরা চাঁদা তুলতে পাঠিয়েছিলাম সে ছাঁপ জানিয়ে দিয়েছে, আমি বঙ্গবন্ধু পরিষদ করিনা আবার চাঁদা কিসের? ইউনিয়ন সমর্থিত দুর্নীতির দায়ে পদচ্যুত সাবেক প্রোভিসি কামাল উদ্দীন, বাসদ সমর্থিত ও আওয়ামী সরকার বিদ্বেষী অধ্যাপক মুঈদ রহমান তাঁদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সুবিধা ভোগ করে এখন ট্রেজারার হওয়ার

স্বপ্ন দেখেছেন।

বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা তথ্য সংগ্রহ করে সরকারের কাছে প্রকৃত রহস্য জানাবেন বলে তাঁদের দাবি।

এই বিষয়ে প্রফেসর আলমগীর হোসেন ভুইয়া কে বক্তব্য নেওয়ার জন্য ফোন করা হলে তিনি বঙ্গবন্ধুকে কটুক্তি করার বিষয়টি এড়িয়ে যান এবং তিনি বলেন, ছাত্রদলের কোন রাজনীতির সাথে তার কোন সম্পৃক্ততা ছিল না সেই সাথে তথ্য সগ্রহকারীকে মামলার হুমকি প্রদান করেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব হলেন কুষ্টিয়ার সন্তান

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত সচিব মো: সায়েদুল ইসলাম যোগদান করেছেন।
গতকাল সোমবার প্রথম কর্ম দিবসে মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাদের সাথে মতবিনিময় করেন।
এ সময় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা নবনিযুক্ত সচিবকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান। মো: সায়েদুল ইসলাম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১০ম ব্যাচের কর্মকর্তা এর আগে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
গত ২৩ ফেব্রুয়ারি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাকে সচিব হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে এ মন্ত্রণালয়ে পদায়ন করে।
তিনি ১৯৯১ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করে সহকারী কমিশনার হিসেবে কুমিল্লা কালেক্টরে যোগদান করেন। তিনি মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পদে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, গোপালগঞ্জ ও গাজীপুর জেলায় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও কাউন্সিলর (লেবার) হিসেবে বাংলাদেশ হাই কমিশন মালায়েশিয়াতে ৫ বছর কর্মরত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন দেশে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

মো: সায়েদুল ইসলাম ১৯৬৪ সালে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বেলঘরিয়া গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার স্ত্রী সাবিহা পারভীন বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব। তিনি এক কন্যা সন্তানের জনক।

নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারসহ নানা অনিয়মের অভিযোগে কুষ্টিয়ায় ব্রিজের নির্মাণ কাজ বন্ধ

পাথরের সঙ্গে বালু মেশানো, পরিমাণে কম দেওয়া, মোটা বালুর পরিবর্তে ফিলিং বালু মেশানো, দিনের পরিবর্তে রাতে ঢালাই, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারসহ নানা অনিয়মের অভিযোগে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার জিসি গোপগ্রাম এলাকার জিসি সড়কের পিসি গার্ডার ব্রিজের নির্মাণ কাজ।
এলাকাবাসীর অভিযোগের সত্যতা পেয়ে গতকাল সোমবার বিকালে নির্মাণাধীন কাজ বন্ধ করে দেয় উপজেলা প্রকৌশলী অফিস।
উপজেলা প্রকৌশলী অফিস ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, দুই কোটি ৪৯ লাখ ৯২ হাজার টাকা ব্যয়ে ব্রিজটি নির্মাণে গত বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি চুক্তি করে নড়াইল জেলার লোহাগাড়া থানার লক্ষ্মীপাশার মেসার্স নূর কনস্ট্রাকশন। ওই বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিজ নির্মাণ কাজ শুরু করার চুক্তি থাকলেও কাজের নমুনা মেলেনি কয়েক মাস পরেও। এরপর নির্ধারিত তারিখের পাঁচ মাস পরে ১৭ জুলাই ব্রিজের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ।
উদ্বোধনের পর নির্মাণ সামগ্রী ফেলা রাখা হলেও নির্ধারিত সময়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেনি। অবশেষে মাস খানেক আগে ব্রিজের মাটির নিচে কয়েকটি পিলারের কাজ শুরু হতে না হতে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছে কাজের মেয়াদ। এক বছর মেয়াদি কাজের মেয়াদ শেষ হলেও দেখা মেলেনি ব্রিজের।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, ব্রিজের পিলার নির্মাণে ব্যবহার করা হচ্ছে বালু মিশানো পাথর। মোটা বালুর সঙ্গে চিকন বালু ও দিনের পরিবর্তে রাতে চলছে ঢালাইয়ের কাজ।
এলাকাবাসীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরেজমিনে তদেন্ত সত্যতা মেলায় গতকাল বিকালে উপজেলা প্রকৌশলী অফিস কাজ বন্ধ করে দেয়। নির্মাণাধীন ব্রিজের পাশেই পলাশ হোসেনের হাঁসের খামার। পলাশ উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক। ব্রিজের নির্মাণ কাজ প্রসঙ্গে পলাশ বলেন, ‘এই ব্রিজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ও যানবাহন চলাচল করে। কিন্তু ঠিকাদার পাথরের সঙ্গে বালু ও মোটা বালুর সঙ্গে ধুলাবালু মিশিয়ে কাজ করছেন। যা সম্পূর্ণ অনিয়ম ও ঝুঁকিপূর্ণ।’ তিনি আরও বলেন, অনিয়মের কথা বললেই চাঁদাবাজির হুমকি দেন।
হাসান নামের স্থানীয় একজন বলেন, কাজে ব্যাপক অনিয়ম হচ্ছে। এভাবে কাজ হলে ব্রিজটি ঝুঁকিপূর্ণ হবে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় একজন স্কুলশিক্ষক বলেন, এক বছরেরও ব্রিজের মুখ দেখতে পারলাম না। মানুষের চলাচলের খুব কষ্ট হচ্ছে।
ওই ব্রিজ দিয়ে চলাচলকারী কুমারখালী সরকারি কলেজের অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মুরাদ হোসেন বলেন, পাথরের বদলে শুধু বালু পাওয়া যাচ্ছে। ওপরে মোটা বালু থাকলেও ভেতরে ধুলাবালু। তিনি অভিযোগ করেন, অনিয়ম করতেই দিনের কাজ রাতে করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে কথা বলার জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাউকে সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি।
কুমারখালী উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রহিম বলেন, বালু মেশানোসহ নানা অনিয়মের অভিযোগে ব্রিজের কাজ আপাতত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কাজের মেয়াদও শেষ হওয়ার কথা স্বীকার করেন তিনি।

কুষ্টিয়ায় “পুলিশ মেমোরিয়াল ডে” উদযাপন

কুষ্টিয়ায় কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত পুলিশ সদস্যদের স্মরণে “পুলিশ মেমোরিয়াল ডে” উদযাপন করা হয়েছে।
গতকাল সোমবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ লাইন্সে জেলা পুলিশের

আয়োজনে “পুলিশ মেমোরিয়াল ডে” উদযাপন করা হয়।
তাঁদের অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাদের স্মৃতিস্তম্ভে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলম। এ সময় পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তাসহ নিহতদের পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে নিহত পুলিশ সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। “পুলিশ মেমোরিয়াল ডে” উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র্যালি শহর প্রদক্ষিণ শেষে পুলিশ লাইন্স সম্মেলন কক্ষে নিহতদের স্বজনদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলার পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলম।
এ সময় তিনি বলেন, পুলিশ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা এবং দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। সাধারণ মানুষ যখন ঘুমায় তখন পুলিশ জেগে থাকে। মানুষের নিরাপদ ঘুম নিশ্চিত করে। এ দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন।
কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, তারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। তাদের পরিবারের কল্যাণ দেখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি বলেন, নিহত পুলিশ সদস্যদের পরিবারকে সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সরকার যথেষ্ট আন্তরিক।
তিনি আরও বলেন, পুলিশের পেশা অন্য যে কোন চাকরির চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। এ পেশায় ঝুঁকি নিয়েই আমাদের প্রতিনিয়ত দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয়। কর্তব্য পালনকালে জীবন উৎসর্গ করে পুলিশ সদস্যরা ত্যাগের এক সুমহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তাদের এ আত্মত্যাগ আমাদের জন্য গৌরবের। দেশের মানুষ চিরদিন তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।
এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার’র পুলিশ সুপার, ড. এস এম ফরহাদ হোসেন, পিবিআই এর পুলিশ সুপার মোঃ শহীদ আবু সরোয়ার, সিআইডিার পুলিশ সুপার সৈয়দ আবু সায়েম বিপিএম (সেবা)সহ জেলা পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।
আলোচনা শেষে নিহতদের স্বজনদের মাঝে উপহার সামগ্রী তুলে দেন প্রধান অতিথি।
২০১৭ সাল থেকে নিহত পুলিশ সদস্যদের স্মরণে “পুলিশ মেমোরিয়াল ডে” প্রতি বছর ১লা মার্চ পালন করা হচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস পালিত

‘প্রতিরোধে বাঁচবে জীবন’ এই স্লোগানে কুষ্টিয়ায় ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস পালিত হয়েছে।
গতকাল রোববার সকাল ১০টায় কুষ্টিয়া ডায়াবেটিক সমিতি ও মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হসপিটালের আয়োজনে দিবসটি পালন করা হয়েছে।
দিবসটি উপলক্ষে কুষ্টিয়া মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হসপিটাল চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনা সভায় কুষ্টিয়া ডায়াবেটিক সমিতি ও মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হসপিটালের সভাপতি মতিউর রহমান লাল্টু সভাপতিত্ব করেন।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, ‘ডায়াবেটিস রোগ হলে আমরা খুব ভীত হয়ে পড়ি। এটা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। মানুষের ডায়াবেটিস হতেই পারে, এতে বিচলিত না হয়ে ডাক্তারের পরামর্শে সচেতনভাবে চলতে হবে। ডায়াবেটিস রোগ বৃদ্ধি রোধে সবাইকে অনেক সচেতন হতে হবে।
জেলা প্রশাসক আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের জন্য করোনাভাইরাসের টিকা এনেছেন। তাই সবাইকে করোনাভাইরাসের টিকা নেওয়ার আহ্বান জানাই।’
এতে আরও বক্তব্য দেন হাসপাতালের সাধারণ সম্পাদক মোশফিকুর রহমান টরলিন, ডা. লাল মোহাম্মদ প্রমুখ।
এ সময় হাসপাতালের সেবা গ্রহীতা ও সুধীজনসহ তিন শতাধিক নারী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

একটি হুইল চেয়ার চায় প্রতিবন্ধী পিয়াসী বাঁশফোর

জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী পিয়াসী বাঁশফোর (২৭)। পায়ের নিচের অংশ চিকন ও বাঁকা। হামাগুঁড়ি দিয়ে হাটতে হয় তাকে। ঠিকমতো কথাও বলতে পারে না সে।
দেখে প্রথমে মনে হয় ৮-১০ বছরের শিশু। কিন্তু তার মায়ের কাছ থেকে বয়সের কথা শুনতেই জানা গেলো তার বয়স এখন ২৭ বছর।
কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তা মোড় সংলগ্ন এলাকার সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস গলিতেই এই প্রতিবন্ধী পিয়াসী বাঁশফোর এর বসবাস। অর্ধশতাধীক হরিজন বাসিন্দাদের সাথে বসবাস থাকলেও পিয়াসী বাঁশফোরের বাবা আরেকটি বিয়ে করে অন্যত্র সংসার করছে। তার মা বেগম বাঁশফোর অনেকটা কষ্ট করেই বলে ফেললেন- “কেউ আমাদের দেখে না। এখন আমার মেয়ের একটা হুইলচেয়ার হলেই কেবল তাকে নিয়ে একটু বাড়ির পাশে ঘোরাতে পারতাম।”
এখন এই প্রতিবন্ধী ময়েকে নিয়েই তার মা বেগম বাঁশফোরের সংসার। কোন রকমে মেয়েটাকে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি।
একটি ভাঙ্গা হুইলচেয়ারে অবহেলিতভাবে রয়েছে পিয়াসী বাঁশফোর। চাকা ঘোরে না কোনরকমে বসে থাকে এ ভাঙ্গা হুইলচেয়ারে। দেখলাম অনেক শিশুদের ভীড়ে আনন্দ চিত্তে আকাশের দিকে অবলীলায় চেয়ে আছেন পিয়াসী বাঁশফোর। একটি হুইলচেয়ার তাকে আরেকটু আনন্দ বয়ে আনতে সহায়ক হতে পারে। যদি কোন সহৃদয়বান ব্যক্তি তাকে একটি হুইলচেয়ার দিতেন তাহলে বেশ উপকৃত হতো।
ছবি তুলতে চাইতেই হাস্যোজ্জল মুখে পিয়াসী বাঁশফোর ছবি ওঠেন। কিন্তু ইশারায় একটি হুইলচেয়ার চেয় আকুতি জানায় সে।
এ সময় বেগম পিয়াসী বাঁশফোরের মা বেগম বাঁশফোরও মেয়ের জন্য একটি হুইল চেয়ারের আবদার করেছেন।